মেহেরপুরে বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

“জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান”- এই স্লোগানকে সামনে রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাস্কর্য ভাঙচুর ও অবমূল্যায়নের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)র মেহেরপুর জেলায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদ এর আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি বাজারে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে বিএডিসি’র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। মেহেরপুর জেলা বিএডিসির যুগ্ম-পরিচালক (পাটবীজ) এস এম রেজাউল হুদার সভাপতিত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, শেখ শহিদুল্লাহ যুগ্মপরিচালক (পাটবীজ) যশোর পশ্চিম অঞ্চলের উপ-পরিচালক (বীপ্র) মেহেরপুর জেলা বিএডিসির উপ-পরিচালক (খামার) উপ-পরিচালক (বীজ) মোঃ হাফিজুল ইসলাম,

এ কে এম মিনহাজুল চৌধুরী, উপ-পরিচালক (আলু বীজ) উপ-পরিচালক (কঃগ্রোঃ) এনামুল হক, উপ-পরিচালক (সবজি বীজ) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ কঃগ্রোঃ) নাহিদ ইসলাম, কামরুল হাসান, সহকারী পরিচালক বিএম মাহমুদ হাসান, উপ-পরিচালক (খামার) ডিএম হুমায়ুন কবির, উপ-পরিচালক (পাটবীজ) আলাউদ্দিন শেখ, মাহাতাব উদ্দিন,মানিক, আক্কাস, হেলাল, হালিম, রাজ্জাক প্রমুখ।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এদেশের লাল সবুজের পতাকা ও মানচিত্রের শ্রষ্টা। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য অবমাননা করা মানে বাংলাদেশের মানচিত্রকে অস্বীকার করা এবং দেশের উপর আঘাত করা।

৭১ সালেও এদেশে স্বাধীনতা বিরোধী ও কুচক্রীমহল ছিল, এখনও আছে। বিজয়ের মাসে এদের চিহ্নিত করতে হবে এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য অবমাননার তীব্র প্রতিবাদ এবং দোষীদের

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান বিএডিসি’র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

সংসার জোড়া লাগল পারভিনার

দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের হেমায়তপুর গ্রামের মোঃ মফিজুর রহমানের মেয়ে মোছাঃ পারভিনা খাতুন এবং চিৎলা ইউনিয়নের মোঃ বজলুর রহমান খোকনের ছেলে মোঃ সোহেল রানার সাথে ইসলামী সুন্নাহ অনুযায়ী গত তিন বৎসর আগে সামাজিক ভাবে বিবাহ হয়।

বিবাহিত জীবনে তাদের কোল আলো করে আসে ফুটফুটে একটা কন্যা সন্তান। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও জেদের কারণে প্রায় ভেঙেই যাচ্ছিল তাদেরি পাতানো সোনার সংসার।

এমতাবস্থায় স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর কথা জানতে পারে মোছাঃ পারভিনা খাতুনের পরিবারের লোকজন। মোছাঃ পারভিনা খাতুন ও তার পরিবারের লোকজন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এ অভিযোগ দায়ের করে।

যার প্রেক্ষিতে মউক তাঁদের আইনী সহায়তার সেল (সোহার্দ্য) ইউনিট থেকে পারভিনা ও সোহেলের পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করে।

এক পর্যায়ে বোঝাতে সক্ষম হলে গত কাল পক্ষদ্বয়কে নিয়ে সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে স্থানীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পারভিনা ও সোহেল কে সংসারে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সালিশ পরিচালনা করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা।

মউক সংস্থা মূলত এ ধরণের পারিবারিক কলহ, নারী নির্যাতন ঘটনার সমাধানসহ ভুক্তভোগী পক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে।

গাংনীতে কিশোরের ডাক এর উদ্যোগে এতিমখানায় শীতবস্ত্র বিতরণ

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিশোরের ডাক এর উদ্দ্যোগে গাংনীর চৌগাছা দারুল ইয়াতিম এতিমখানার ছাত্রদের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে এতিম শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

মঙ্গলবার সকালে এতিমখানা চত্বরে অনুষ্ঠিত বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এতিমখানার সুপার মোঃ রইচউদ্দীন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আলাউদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রভাষক রমজান আলী, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল হান্নান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ওয়ালটন এর স্বত্বাধিকারী মাহাবুবুল বারী সাজু, মোঃ সামসুজ্জাহা ও অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন সহ কিশোরের ডাক এর সদস্যবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল্লাহ আল নোমান এর নেতৃত্বে সাধারন ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিশোরের ডাক। এই সংগঠন বিভিন্ন সময় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রসায় শিক্ষা উপকরণ, কোরআন শরীফ ও এবং শীতের সময় শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে।

গাংনীর চৌগাছা পশ্চিমপাড়াস্থ এতিমখানায় ৪৪ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় এসময় বক্তারা কিশোরের ডাক এর সদস্যরা নিজেদের সামান্য অর্থ বাঁচিয়ে এতিম শিশুদের জন্য যে মহতী উদ্দোগ নিয়েছেন তার জন্য কিশোরের ডাক এর সকল সদস্য কে অভিনন্দন জানান। সমাজের যুব সমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটা অনুকরনীয় হতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু মিলন ও আলোচনা সভা

মেহেরপুর সদরের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বন্ধুমেলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদাহ ইউনিয়নের আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনি কক্ষে আমদাহ ইউনিয়ন সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদরের সাবেক কমান্ডার আবুল কাসেম।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম ও আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহাজউদ্দীন সহ শাহেবপুর ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকতানরুন নবী

এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, আমঝুপি ইউনিয়ন থেকে আসা বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দীন, ঝাউবাড়িয়া থেকে আসা আজিজুল হক,ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন কমান্ড বজলুর রহমান সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও কমান্ডারা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে গুডনেইবার্স এর আয়োজনে গিফট ক্যাম্পেইন অনু্ষ্ঠিত

মুজিবনগরে গুডনেইবার্স এর আয়োজনে গিফট ক্যাম্পেইস এর আওতায় শিশুদের মাঝে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস

প্রঙ্গনে এসব উপহার সামগ্রী বিতরণের আয়োজন করা হয়।

উপহার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে গুডনেইবার্স এর প্রোগ্রাম অফিসার তসলিমা খাতুনের সঞ্চালনায় এবং গুডনেইবাস্ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের ম্যানেজার লিংকন রায় এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গুডনেইবাস্ এর সি ডি সি সভাপতি ও বাগোয়ান ইউপি ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য সংকর বিশ্বাস,গুডনেইবাস্ এর মেডিকেল অফিসার সাজদ্বীপ ইসলাম,এস ই অফিসার ঝর্না খাতুন।

ক্যাম্পেইন শেষে উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে গুডনেইবাস্ এর পন্সরকৃত ৮৯৫ জন শিশুর মাঝে টিফিন বক্স,জেমিতি বক্স, বিস্কুট এবং একটি করে কম্বল উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়।

মুজিবনগরে আইনশৃৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে মাসিক আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা এগারোটার দিকে পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার আমজাদ হোসেন,আনন্দবাস বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার সানির,নাজিরাকোনা বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার তৌহিদ,রতনপুর আইসি পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই রাশেদুল ইসলামসহ বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়েনের আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক ও চোরাচালান

প্রতিরোধে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে আলোচনা করা হয়।

মুজিবনগরে ফেনসিডিল সহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

টেইলার্স এর পাশাপাশি কৌশলে মাদক ব্যাবসা করতে গিয়ে শেষ প্রযন্ত পুলিশের হাতে ধরা খেলো কেদারগন্জ বাজারে অবস্থিত কুষ্টিয়া টেইলাসের মালিক আয়ূব হোসেন(৪০)।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে অভিনব কায়দায় মটরবাইকে করে ফেনসিডিল নিয়ে আসার সময় কেদারগন্জ বাজার জামে মসজিদের সামনে তাকে আটক করা হয়।
সাথে থাকা কাগজ বিহিন ডাইয়ান ৮০ সিসি মটর বাইক জব্দ করা হয়েছে।

আটককৃত আয়ূব হোসেন উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নিয়াকত আলীর ছেলে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান,দির্ঘদিন ধরে সে টেইলার্স ব্যাবসার আড়ালে মাদকের ব্যাবসা করে আসছে।

মঙ্গলবার সকালে একই ভাবে অভিনব কায়দায় মটরবাইক করে ফেনসিডিল নিয়ে আসছিলো এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কেদারগন্জ বাজারো এসআই মোমিনুর রহমানের নেতৃত্তে এ এসআই নাজমুলসহ পুলিশের একটি টিম অভিযান চালায়।

অভিযান চলাকালীন সময় তাকে মটরবাইকে করে নাজিরাকোনা রোড় থেকে আসতে দেখা যায়। পরে সে কেদারগন্জ বাজার তার দোকানের সামনে পৌছালে তার গাড়ি তল্লাশী করে ৭ বতল ফেনসিডিল পাওয়া যায়।

তার নামে মুজিবনগর থানায় মাদকের মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরের মোমিনপুরে ২জন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামে টেলিসামাদ (৪০) ও বাবু
(৩৫) নামের দুই সহোদর কে কুপিয়ে গুরুত্বরভাবে আহত করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে মোমিনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

টেলিসামাদ ও বাবু একই এলাকার লুৎফর রহমানের ছেলে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে টেলিসামাদ তার চাচাতো ভাই বিপ্লবের জমির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়াকে কেন্দ্র করে মাঠে টেলিসামাদ ও বিপ্লবের কথা কাটাকাটি হয়।

মাঠের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাচা আমিরের ছেলে বিপ্লব ও জুলফিকার একই এলাকার গরীবুল্লা ছেলে সজল, দশারতের ছেলে আজিজুল তাদেরকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদের মধ্যে টেলিসামাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যালে রেফার্ড করেছে। খবর পেয়ে বারদি ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই আব্বাস আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

কুমড়া বড়ি তৈরিতে ব্যস্ত গৃহবধূরা

শীত এলেই কুমড়া বড়ি তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন মেহেরপুরের গৃহিণীরা। বিভিন্ন জায়গায় এর নাম ভিন্ন হলেও এ এলাকায় কুমড়া বড়ি নামে সবাই চেনে। পৌষের শুরু থেকেই সব বাড়িতে চলে এর উৎসব।

মেহেরপুর জেলার জন্য এ বড়ির প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। কুমড়া আর কলাই এক সঙ্গে পিষে তৈরি করা হয় এক প্রকারের মণ্ড। যা কোনো পাত্রে ছোট করে সারিবদ্ধভাবে ২-৩ দিন কড়া রোদে শুকিয়ে প্রস্তুত করা হয় সুস্বাদু বড়ি। এরপর ঘরে সংরক্ষণ করে তরকারিতে দিয়ে সারা বছর

খাওয়া হয়।

গৃহিণীরা জানান, বর্ষা মৌসুমে গ্রামের প্রায় প্রত্যেক কৃষক পরিবারেই চালকুমড়া লাগানো হয়। এ কুমড়ার জালি তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। আর কিছু কুমড়া বড়ি দিতে রাখা হয়।

সাজু বিবি নামে এক বৃদ্ধা বলেন, এক সময় বড়ি দেয়াটা বেশ কঠিন কাজ ছিল। তখন প্রচণ্ড শীতে রাত জেগে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে মণ্ড তৈরি করা হতো। কিন্তু এখন মেশিনে করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা বন্দর গ্রামের পুষ্প আরা জানান, বড়ি বানাতে কলাই প্রথমে পানিতে ভেজানো হয়। পরে এর কালো ছাল তুলে কুমড়ার সঙ্গে মিশিয়ে মেশিনে বা ঢেঁকিতে পিষে মণ্ড করা হয়। একপর্যায়ে আঠালো হলে জাল, টিন, চালুনি কিংবা পরিষ্কার কাপড়ে ছোট, ছোট মন্ডু আকারে দিয়ে রোদে শুকাতে হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা বামন পাড়া গ্রামের হালিমোন নেছা জানান, এ বছর তিনি কেজিপ্রতি ১০০ টাকা দরে কলাই ও ৩০০ টাকা দিয়ে তিনটি কুমড়া কিনে বড়ি দিয়েছেন এবং সেখান থেকে অর্ধেক পরিবারের জন্য রেখে বাকিটা শহরে থাকা মেয়ে জামাইদের জন্য পাঠিয়েছেন।

মেহেরপুর সরকারী কলেজের রাষ্ট বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল আল আমীন (ধুমকেতু) জানান,যুগ যুগ ধরে শীত মৌসুমে বেশিরভাগ বাড়িতে কুমড়া বড়ি দেওয়ার রেওয়াজ চলে আসছে। সময়ের আবর্তে বড়ি- এখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তারপরও অনেক মানুষ বাড়িতে বড়ি তৈরি করে খেতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং এই কুমড়া বড়ি তৈরি করে অনেকেরই সংসার চলে।

এই বিষয়ে মেহেরপুর বড় বাজারের সবজি বিক্রেতা আব্দুস সুবান,আব্দুস সহিদ মেহেপুর প্রতিদিন কে জানান, কুমড়া বড়ি মেহেরপুরে ব্যাপক চাহিদা থাকলেও কৃষক পরিবার গুলোতে নিজে থেকে তৈরি করে যে কারণে একটু বেচাকেনা কম, তার পরেও প্রতিনিয়তই তিন থেকে চার কেজি করে কুমড়ার বড়ি বিক্রয় করছি এবং এর বর্তমান বাজারে প্রতি কেজি কুমড়ার বড়ি ৩০০ -৩৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মেহেরপুরে ১’শ বোতল ফেন্সিডিলসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ১’শ বোতল ফেন্সিডিলসহ তিন মাদক ব্যসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। সোমবার দুপুরে এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের ঈদগাহ মাঠের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, চুয়াডাঙ্গা জেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে রেজাউল হক (৪০), একই গ্রামের হাইদার আলীর স্ত্রী বেগম (৫০), মাজ্জুল হোসেন এর ছেলে শাহাজামাল মিয়া (৩৮)।

এসময় তাদের সাথে থাকা একটি ইজিবাইক, ৩টি মোবাইল জব্দ করা হয়। অভিযানে অংশনেন এ এস আই মাহাতাব ও এ এস আই জসিম উদ্দিন।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামে অভিযান চালিয়ে ফেন্সিডিলসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।